যুগান্তর

তারিখ 12 MAR 2012
পৃ 2 কলাম 2

স্কুল-মাদ্রাসায় একই ধারার কারিকুলাম আগামী বছর

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম ৬৫০ নম্বর অভিন্ন : নবম-দশমে ৭০০

মুশতাক আহমদ

দেশে অবশেষে একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু হচ্ছে। শিক্ষার প্রধান দু'ধারা স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রাথমিকভাবে এই অভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে উভয় ধারার শিক্ষার্থীদের এখন থেকে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যবইগুলোর বাইরে সেখানে কোরআন-হাদিসসহ ইসলামী বিষয়গুলো বহাল থাকছে। আর সমন্বয়ের প্রয়োজনে মাদ্রাসায় একটি বিষয় বেশি পড়তে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানানো হয়েছে। রোববার ওই প্রজ্ঞাপনটি জারি হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে সেই ষাটের দশক থেকে একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের যে আন্দোলন চলছে, তার এক ধরনের পরিণতি হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ১১ ধারার শিক্ষা চালু রয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ শিক্ষা বা বাংলা মাধ্যম, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং বিদেশী কারিকুলামের ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা অন্যতম। সূত্রগুলো জানিয়েছে, সব ঠিকঠাক থাকলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি মাধ্যমকেও অভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের অধীনে আনা হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে জানান, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা, এর মানোন্নয়ন এবং ওই ধারার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কেননা, সেখানে জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। তাদের উন্নয়ন আর জাতীয় জীবনের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, অভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের আইনে আনতে গিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ওপর একটু চাপ পড়ে যাচ্ছে। তাদের ১০০ নম্বর বেশি পড়তে হবে। তবে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিয়ে বৈঠক করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নম্বর বেড়ে যাওয়ায় মাদ্রাসা সংশ্লিষ্টদের কোন অভিযোগ নেই। তারা বরং এটা সাদরেই গ্রহণ করেছেন, মেনেছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। জানা গেছে, অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে স্কুল ও মাদ্রাসায় সিলেবাস-কারিকুলামে ভাঙাগড়া করতে হয়েছে। বর্তমানে স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ২০০ নম্বরে বাংলা ও ২০০ নম্বরের ইংরেজি অধ্যয়ন করে। ভিন্ন অভিন্ন ধারায় কারিকুলাম-সিলেবাস ঠিক থাকলেও পরীক্ষার পূর্ণমানে ৫০ নম্বর হ্রাস পেয়ে ১৫০ হবে। আর মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা এখন ১০০ নম্বর করে পড়লেও এখন থেকে দুটি পত্র ১৫০ নম্বরে পড়বে। মাদ্রাসার সিলেবাসে একই ধরনের উন্নতি হবে দাখিল নবম-দশম শ্রেণীতেও। সেখানে তারা আগে একটিমাত্র পত্রে বাংলা ও ইংরেজি পড়লেও এখন থেকে দুটি পত্র ২০০ করে ৪০০ নম্বরের মধ্যে পড়বে। এক্ষেত্রে অবশ্য স্কুলের সিলেবাসে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে দাখিল ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা (প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র) ও ইংরেজি (প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র) বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ ১৫০ নম্বর নির্ধারণ করা হবে। দাখিল নবম-দশম শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষার নবম-দশম অনুরূপ বাংলা-ইংরেজিতে প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র বিষয়ে ২০০ নম্বর নির্ধারিত হবে। জানা গেছে, ষষ্ঠ থেকে নবম পর্যন্ত এই পদ্ধতি চালুর কারণে এখন থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা আবশ্যিক বিষয়ে ৬৫০ নম্বর পড়বে। এর বাইরে স্কুল পর্যায়ে 'বাছাই করা বিষয়' (ইলেকটিভ) হিসেবে ২৫০ নম্বর, অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক হিসেবে আরও ১০০ নম্বর পড়বে। আর মাদ্রাসায় বাছাই করা বিষয় হিসেবে ৪০০ নম্বর থাকবে। এক্ষেত্রে ঐচ্ছিক বলতে কিছু থাকবে না। তাই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল পর্যায়ে ১০০০ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে ১০৫০ নম্বর পড়তে হবে। আর নবম-দশম বা এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ে মানবণ্টন হবে স্কুল পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় ১০০০ ও মাদ্রাসায় ৭০০ নম্বর। এর বাইরে ঐচ্ছিক হিসেবে স্কুলে ১০০ নম্বর থাকবে। স্কুলে নির্বাচিত বিষয় না থাকলেও মাদ্রাসায় ৫০০ নম্বরের এমন বিষয় থাকবে।